যুগান্তর

তারিখ 14 AUG 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষা

বর্তমানে মাধ্যমিক শ্রেণীতে ইংরেজি বিষয়ে পড়ানো হয় পঞ্চদশ বেগাম, পিকিন, আর্থনিক, ফোনোগ্রাম, ছোট পরিবার, বড় পরিবার, জাতীয় প্রতিশোধ, ভয়ানক আবেদন, অনবদ্য, অবসর বিনোদন ইত্যাদি বিষয়। কিন্তু এগুলোর কোনোটা কি ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির বস্তু, পড়ে? পঞ্চদশ বেগাম আমাদের একদম নিজস্ব সংস্কৃতি, এ বিষয়ে ইংরেজিতে পড়ার কী আছে? আমরা ইংরেজিতে পরিবার, সমাজ, পরিবেশ, প্রাকৃতিক অবস্থা ইত্যাদি পড়াচ্ছি। কিন্তু এগুলো পড়ার জন্য তো আমরা পাঠাবই বা বিষয় আছে, ইংরেজির মধ্যে কেন?

আমি নিজে একজন শিক্ষক। ক্লাসে ইংরেজি বিষয় পড়াই। মাঠপর্যায়ের অবস্থা কী— তা আমরাই ভালো জানি। গ্রামার শেখানোর জন্য তো ইংরেজি ২য় পত্র আছেই। অসংখ্য গাইডবই পর্দা আর পেপারকাটিং জুড়ে দিয়ে ইংরেজি শেখানো যাবে না। এতে বরং ছাত্রছাত্রীরা ভীত হয়ে পড়বে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, শিক্ষায় আনন্দ নেই তা কখনও সুশিক্ষা হতে পারে না। তাহলে কেন এ ব্যর্থ প্রয়াস? আমরা অত্যন্ত কম বয়স থেকেই কি, ঐ দেখা যায় তাল গাছ, ঐ আমাদের গাঁ/আমি হব সকাল বেলার পাখি/আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা ইত্যাদি পড়িনি বা ছেলেমেয়েদের পড়াইনি? ওগুলো কাদের লেখা? উপরের ক্লাসে বাংলা সাহিত্যে নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, জসীমউদ্দীনসহ অন্যান্য লেখকের ছড়া ছাত্রছাত্রীরা পড়ছে। তাহলে ইংরেজি সাবজেক্টে শেকসপিয়র, শেলী, কিটস, কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা সমারসেট মম এর লেখা অন্তর্ভুক্ত হলে ক্ষতি কী? ছাত্রছাত্রীরা যখন এসব ইংরেজ কবি-সাহিত্যিকের গল্প বা কবিতা মনে রাখতে পারবে তখন তাদের আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে যাবে এবং ইংরেজি ভীতি দূর হবে।

দুঃখজনক হল, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবি এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি— জেএসসি বা এসএসসিতে ইংরেজি প্রশ্নপত্রের ধরন কেমন হবে? জুন-জুলাই মাসে এসে আরও একবার তার সংশোধনী প্রকাশ করা হল। ভাবটা এমন: পাবলিক পরীক্ষার সময়সূচির সঙ্গে আর একবার সংশোধনী এলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

এবার কঠিনতম অবস্থার কথা শুনুন। ইংরেজি এরমধ্যেই বিদেশী ভাষা। অথচ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে ইংরেজি পাঠ্যবইয়ের ভেতর থেকে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না, বাইরে থেকে করতে হবে। প্রশ্ন হল, কেন? বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। বই, সেখানে তো এমন কোনো নিয়ম নেই! তাহলে ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে এ নিয়ম কেন, যেখানে ছাত্রছাত্রীদের একটা বড় অংশ মূল পাঠ্যবইটাই পড়তে পারে না! ভাবছেন তাহলে এত ছাত্রছাত্রী পাস করে কী করে? উত্তরপত্র বিতরণের আগের বোর্ড মিটিংয়ে অংশগ্রহণকারীরা এ ব্যাপারে ভালো বলতে পারবেন। অন্যদিকে ইংরেজি ২য় পত্রের ক্ষেত্রে, একেক সময় একেক রকম গ্রামাটিক্যাল আইটেম দিয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এর সুচিন্তিত সমাধান কামনা করছি।

এমএম রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র শিক্ষক, টাঙ্গা আজিজুল রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গদাগাড়ী, ঝিনাইগাতী, শেরপুর